

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯/২৬শে ভাদ্র, ১৪১৬

নিম্নলিখিত বিলটি ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯ (২৬শে ভাদ্র, ১৪১৬) তারিখে জাতীয় সংসদে
উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৬৫/২০০৯

সরকারী ভূমি হইতে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ প্রতিরোধকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী রাষ্ট্র সকল জনগণের
আশ্রয়সহ জীবনের মৌলিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করিবে; এবং

যেহেতু উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ এ জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু কোন ব্যক্তিকেই তাহার বাড়ি হইতে উচ্ছেদ করা হইবে না, অথবা পারিপার্শ্বিক
পরিস্থিতি বিবেচনার পর আদালতের কোন আদেশ ব্যতীত তাহাদের বাড়ি ভাঙ্গা যাইবে না; এবং

যেহেতু ইহা প্রত্যাশিত যে, বেআইনী দখলকারীদের উচ্ছেদ অভিযান স্বচ্ছভাবে পরিচালিত
হইবে, যখন উপযুক্ত পরিস্থিতিতে কোন ভূমির মালিক তাহার মালিকানা অর্জনের উদ্দেশ্যে উচ্ছেদের
জন্য আদালতে আবেদন করেন; এবং

যেহেতু সুপ্রীম কোর্ট ১৯৯৯ সালে এক আদেশবলে (রিট পিটিশন নং ৩০৩৪) উচ্ছেদের উপর
নিষেধাজ্ঞা জারী করেন এবং পুনর্বাসন ব্যতীত কোন আশ্রয়হীনকে উচ্ছেদ না করার নির্দেশনা প্রদান
করেন; এবং

যেহেতু বয়স্ক, শিশু, অক্ষম/প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিশেষভাবে মহিলাদের নামে গৃহসম্পত্তির
অধিকার সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে এবং উপরোক্ত শ্রেণীর মানুষের চাহিদার স্বীকৃতি প্রদান
করিবে;

(৬৩৪৯)

মূল্য : টাকা ৬.০০

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।—(১) এই আইন সরকারী ভূমি হইতে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোন এজেন্সির দখলে থাকা কোন ভূমি এবং প্রজাতন্ত্রের সকল নিবন্ধিত ভূমির উপর প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

- (ক) “ভবন বা স্থাপনা” অর্থে পলিথিনের তৈরি যে কোন কুঁড়ে ঘর, স্যাক, তাঁবু বা অনুরূপ বা সদৃশ স্থাপনা অথবা অন্য যে কোন প্রকারের অস্থায়ী বা স্থায়ী বাসস্থান বা আশ্রয়ন;
- (খ) “সম্মতি” অর্থ ভূমির মালিক অথবা ভূমির দখলকারী কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির লিখিত বা অন্য কোন প্রকারে ব্যক্ত বা মৌন সম্মতি;
- (গ) “আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যে কোন আদালত;
- (ঘ) “উচ্ছেদ” অর্থ কোন ভবন বা স্থাপনা হইতে কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অথবা অনুরূপ ভবন বা স্থাপনা যে কোন ভূমি হইতে উচ্ছেদ;
- (ঙ) “ভূমি” অর্থে ভূমির কোন অংশও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (চ) “মন্ত্রণালয়” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;
- (ছ) “মিউনিসিপালিটি” অর্থ স্থানীয় সরকারের আইনগত, প্রশাসনিক এবং নির্বাহী কর্তৃত্ব সম্পন্ন উহার প্রশাসনাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রের কোন সংস্থা এবং সিটি কর্পোরেশনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (জ) “মালিক” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোন সংস্থাসহ ভূমির নিবন্ধনপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;
- (ঝ) “দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি” অর্থ কোন ব্যক্তি যাহার কোন ভূমিতে প্রবেশ করিতে বা বসবাস করিতে অনুমতি প্রদানের আইনগত কর্তৃত্ব আছে অথবা ছিল;
- (ঞ) ‘বস্তিবাসী’ অর্থ নাগরিক সুবিধা এবং মৌলিক সেবা ব্যতীত বা সামান্যতম সুবিধাসহ কোন অনুন্নত এলকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি;
- (ট) ‘অবৈধ দখল’ অর্থ মালিকের ব্যক্ত বা কোন ইঙ্গিতপূর্ণ সম্মতি ব্যতীত অথবা অনুরূপ ভূমি দখলের আইনগত অধিকার ব্যতীত ভূমি দখল যাহা শ্রমিক হিসাবে কোন ব্যক্তি যিনি মালিকের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন এমন ব্যক্তি।

৩। ভূমির অবৈধ দখল এর বিনিময়ে কোন গ্রহণ বা সলিসিটেশন অব কনসিডারেশন এর নিষিদ্ধকরণ।—(১) কোন ব্যক্তি—

(ক) ভূমির মালিক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন অর্থ বা অন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভূমির মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন ভূমির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) এই আইনে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক কোন উপযুক্ত আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোন উচ্ছেদ করা যাইবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ৫,০০০.০০ টাকা অথবা অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) এই ধারা অনুসারে আদালত এই ধারা লঙ্ঘনকারী যে ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন তিনি যে অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ দিবেন এবং উপরোক্ত অর্থ যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদেরকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। যেক্ষেত্রে এ রকম ব্যক্তিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট পৌরসভা তাহাদের হিসাবে পরিচালনা করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া যদি কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় কিন্তু তাহা জব্দ করা হয়নাই কিংবা বাজেয়াপ্তির উদ্দেশ্য পূরণ করা হয় নাই তাহা হইলে এই ধারা লংঘনকারী যে কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ পরিমাণ অর্থ আদালতের সম্মুখি মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে কিংবা অনুরূপ অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা যাইবে না সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা তাহাদের হিসাব পরিচালনা করিবেন। এবং অনুরূপ আদেশ বলবৎ হইবে এবং অনুরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহা কার্যকর হইবে যদি তাহা দেওয়ানী প্রকৃতির রায় হয় এবং অনুরূপভাবে গৃহীত অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে যাইবে।

৪। বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ।—(১) অন্যান্য আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, এ ধারার বিধানসমূহ সরকারী মালিকানাভুক্ত ভূমি হইতে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য, কার্য পদ্ধতি, সরকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) সরকারী মালিকানাভুক্ত ভূমি হইতে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য কার্য পদ্ধতি যে মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি গুরু করিবেন তাহাকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে ৩০ দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হইবে—

(ক) বস্তিবাসী;

(খ) জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থা;

- (গ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভা যাহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় ভূমি;
- (ঘ) যে কোন সরকারী সংস্থাকে, যাহারা শুনানিতে আগ্রহী কিংবা পক্ষ হিসাবে অংশ নিতে আগ্রহী।
- (৩) শুনানীসহ নোটিশ নথিপত্র আদালতের নির্দেশনানুযায়ী থাকিবে।
- (৪) উপ-ধারা (২) এর শর্তানুসারে যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে, নোটিশ প্রদান সুবিধাজনক ও দক্ষতার সাথে না হয় আদালতের বিধি অনুসারে তাহা হইলে আদালতের নির্দেশনানুসারে পরিচালিত হইবে :
- তবে শর্ত থাকে যে, আদালত বেআইনী দখলদারের মামলার ক্ষেত্রে পর্যাণ্ড নোটিশ ও তাহার অধিকার অবশ্যই বিবেচনা করিবেন।
- (৫) নোটিশের প্রক্রিয়া উপ-ধারা (২) এর প্রত্যাশা অনুযায়ী হইবে—
- (ক) বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের আদেশের জন্য উপ-ধারা (১) এর বর্ণনানুযায়ী প্রক্রিয়া শুরু হইবে;
- (খ) কোন তারিখে কোন সময়ে আদালতে শুনানি হইবে তাহার নির্দেশনা থাকিবে;
- (গ) প্রস্তাবিত উচ্ছেদের কারণসমূহ; এবং
- (ঘ) বস্তিবাসীদের আদালতে উপস্থিত থাকিয়া মামলায় পক্ষালম্বন করিতে পারিবেন এবং আইনী সহায়তা পাওয়ার অধিকার থাকিবে।
- (৬) আদালত মতামতের ভিত্তিতে সমতা ও পরিস্থিতির আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায়নিয়া আদেশ মঞ্জুর করিতে পারিবেন :
- (ক) রষ্ট্রসহ ক্ষতিগ্রস্ত সকলের সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য;
- (খ) যে পরিস্থিতিতে বস্তিবাসী সরকারী ভূমির দখল নেন;
- (গ) বিকল্প বাসস্থান কিংবা ভূমির পর্যাণ্ড সংকুলান;
- (ঘ) বয়স্ক, শিশু, প্রতিবন্ধি এবং মহিলা প্রধান পরিবারের অধিকার ও প্রয়োজন;
- (ঙ) বস্তিবাসীরা কতদিন ধরিয়া এই জমিতে বাস করিতেছেন।
- (৭) আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে যে, এই ধারা অনুযায়ী সকল কিছু সম্পন্ন হইয়াছে এবং কোন যুক্তিসংগত বক্তব্য বা তথ্য বস্তিবাসীদের পক্ষে উত্থাপন করা হয়নি, তাহা হইলে আদালত বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের আদেশ দিবেন এবং এই মর্মে নির্ধারণ করিবেন :
- (ক) যুক্তিসংগত একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন যাহার মধ্যে বস্তিবাসীকে জমি খালি করিতে হইবে ;
- (খ) উচ্ছেদ তারিখ নির্ধারণ করিবেন যদি ৭(ক) উপ-ধারা অনুযায়ী জমি খালি না করেন।

(৮) উপ-ধারা (৭) মোতাবেক আদালত যুক্তিসংগত তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনা, উল্লিখিত জমিতে তাহার বা তাহার পরিবারের বসবাসের সময়সীমাও বিবেচনা করিবেন।

(৯) আদালত যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এই ধারানুযায়ী যে কোন স্থাপনার অবকাঠামো দূরীভূত বা উচ্ছেদ করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন যাহা ইতিপূর্বে অনুরূপ দখলদার ব্যক্তি কর্তৃক দখল করা হইয়াছে এবং তাহা করিতে হইবে দিনের বেলায়। তবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অনুরূপভাবে দখলীকৃত ভূমি উচ্ছেদের সময় সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকিবেন এবং বয়স্ক, শিশু, প্রতিবন্ধি ও দুঃস্থদেরকে তাহাদের পরিবারবর্গ ও তাহাদের সম্পদকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন।

(১০) আদালত, কোন মালিকের বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরোধক্রমে, আইন বলবৎকারী সংস্থা-সমূহকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিবার জন্য সহায়তার আদেশ দিতে পারিবে। তবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং বয়স্ক, শিশু, প্রতিবন্ধি ও দুঃস্থদেরকে তাহাদের পরিবারবর্গ ও তাহাদের সম্পদকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবেন।

(১১) যে কোন বস্তিবাসীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ কিংবা অবকাঠামো অপসারণের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ আদেশ প্রদানে যুক্তিসংগত কারণ প্রদর্শন সাপেক্ষে ব্যতিক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আদালতের থাকিবে।

৫। উচ্ছেদের নিমিত্ত জরুরী পদক্ষেপ।—(১) ধারা ৬ এর বিধানসমূহ সত্ত্বেও মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে উচ্ছেদেরও জন্য এই ধারায় প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবেন এবং আদালত সম্মত হইলে এই মর্মে চূড়ান্ত নির্দেশ দিতে পারিবেন—

- (ক) কোন ব্যক্তির দুর্ঘটনার শিকার বা সহায় সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে যদি বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করা না যায়;
- (খ) এইরূপ আদেশ প্রদান করা না হইলে যে ক্ষতি হইবে তাহার পরিমাণ বস্তিবাসীদের বর্তমান অবস্থান হইতে উচ্ছেদের চেয়ে কম; এবং
- (গ) যেখানে অন্যান্য কার্যকর প্রতিকার পাওয়া যাইবে না।

(২) শুনানী গ্রহণের পূর্বে আদালত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সরকারী মালিকানাভুক্ত ভূমি হইতে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য কার্যপদ্ধতি যে মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুরু করিতে ইচ্ছুক এই মর্মে বস্তিবাসী এবং তদসংশ্লিষ্ট পৌরসভা যাহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় ভূমি তাহাদেরকে লিখিত এবং কার্যকর নোটিশ দিতে হইবে।

(৩) নোটিশের প্রক্রিয়া উপ-ধারা (২) এর প্রত্যাশা অনুযায়ী হইবে :

- (ক) বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের আদেশের জন্য উপ-ধারা (১) এর বর্ণনানুযায়ী প্রক্রিয়া শুরু হইবে;
- (খ) কোন তারিখে কোন সময়ে আদালতে শুনানী হইবে তাহার নির্দেশনা থাকিবে;
- (গ) প্রস্তাবিত উচ্ছেদের কারণসমূহ; এবং
- (ঘ) বস্তিবাসীরা আদালতে উপস্থিত হইয়া মামলায় পক্ষালম্বন করিতে পারিবেন এবং আইনী সহায়তা পাওয়ার অধিকার থাকিবে।

৬। **মধ্যস্থতা।**—(১) পৌরসভার এখতিয়ারাধীন বিরোধীর সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া যাইবে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যে কোন চুক্তিনামা বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে শর্ত সাপেক্ষে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যদি পৌরসভার এখতিয়ারাধীন কোন ভূমিতে বিরোধ দেখা দেয় তাহা হইলে চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি এক বা একাধিক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়োগ করিতে পারিবেন। তবে পক্ষগণ যে কোন সময়ে যে কোন চুক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবেন যাহা উক্ত পৌরসভার সদস্য কর্তৃক সম্পন্ন হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন পক্ষ পৌরসভাকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।

(৪) মধ্যস্থতাকালীন সময়ে সকল আলোচনা, সংযুক্তি এবং আবেদন যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রাধিকার পাইবে যদি না পক্ষগণ বিরোধিতা করেন।

৭। **অপরাধসমূহ এবং ব্যক্তিগত ব্যবস্থা**।—(১) যথোপযুক্ত আদালতের আদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের কোন অফিসার বা কর্মচারী বা মধ্যস্থতাকারীকে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

(৩) একজন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এবং (২) অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত হইলে সে জরিমানা ও অনধিক দু'বছর কারাদণ্ডের শাস্তি পাইবে অথবা জরিমানা ও কারাদণ্ড উভয় শাস্তি পাইবে।

(৪) যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) লংঘন করা হইলে ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থ রক্ষাকল্পে অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এখতিয়ার।—অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনানুসারে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দণ্ড দেওয়ার অধিকার থাকিবে।

৯। ক্ষমতার দায়িত্ব ও কার্যাবলী হস্তান্তর।—রাষ্ট্রপতি গেজেটে ঘোষণার মাধ্যমে অথবা অন্যভাবে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ঘোষণা, সুনির্দিষ্ট করিবেন। তবে ক্ষমতা, কর্তব্য ও কার্যাবলী অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবহার করা যাইবে। আইনানুযায়ী যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত উদ্দেশ্যে তাহা ব্যবহার করা যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যিনি চাকুরীরত বা অনুরূপ কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের কোন সংস্থা সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণায় উল্লেখ থাকিবে।

১০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই আইনানুযায়ী এ সম্পর্কে যে কোন বিধি বিধানসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রবিধান অপরাধ সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাসস্থান প্রত্যেকটি মানুষের মানবাধিকার। এটি মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় বাসস্থানের দোহাই দিয়ে সরকারী অনেক জায়গা-সম্পত্তি এবং আধুনিককালে অনেক রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীগণ জনগণের এবং সরকারের খাসজমি বা উন্মুক্ত স্থান দখল করে প্লট নামে বিক্রয় করে থাকেন।

নদী-খাল-বিল ডোবা নালা-হাওড় বাওড় বিভিন্ন স্থাপনা হরহামেশাই অবৈধ দখলকারী কর্তৃক দখল হয়ে যাচ্ছে। এতে একদিকে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। অন্যদিকে দেশ ও জনগণকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। জায়গা-জমি দখল অতি পুরাতন সংস্কৃতি হলেও যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো অনেক সময় বৈধ দখলদারকে অবৈধ রং দিয়ে অবৈধ দখলদার বানানো হচ্ছে।

আবার অবৈধ দখলদারকে বৈধ বানানো হচ্ছে। এতে করে প্রকৃত অবৈধ দখলদার আইনের ফাঁক ফাঁকরে পার পেয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক সময় এ রকমও দেখা যায় যে, পূর্ব থেকে কোন নোটিশ না দিয়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে যাওয়া হয়। ফলে অনাকাজিত ঘটনা ঘটে যায়।

অবৈধ দখলদারেরও কিছু মৌলিক অধিকার ও স্বার্থ থাকে। তাই বৈধ এবং অবৈধ দখলদারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকরণ এবং উচ্ছেদের সময় বয়স্ক, গরীব, দুঃস্থ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দেহ ও সম্পত্তি রক্ষাকল্পে কতিপয় অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য এ বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাবের হোসেন চৌধুরী

ভারপ্রাপ্ত সদস্য

(১৮২ ঢাকা-৯)।

আশফাক হামিদ

সচিব।